



খিদে নেই, খ্যাতি আছে: L'Oréal-এর এক মধ্যাহ্নভোজ

গোটা সকালটা কাজেই কেটে গিয়েছিল, আর আমাকে সবচেয়ে অবাক করছিল জর্জোর নীরবতা — আমার এই রূপটাকে সে খুব মন দিয়ে দেখছিল, আর টের পাচ্ছিল, আমাকে সে আসলে চেনেই না।

ক্রেতা রিতা রেস্টোরাঁয় এল মোটরবাইকে চেপে, প্রায় আমাদের সঙ্গে একই সময়ে। হেলমেট খুলে লম্বা চুল ছেড়ে দিল, যেন বলছে: এইমাত্র পার্লার থেকে এলাম, দেখি আপনার পছন্দ হয় কি না।

জর্জো মুচকি হাসতে শুরু করল, বলল: ধুবোর, জানতাম ও তোর জন্য সেজেগুজে আসবে, শালা কপাল বটে তোর।

কী যা-তা বলছিস, মাথা খারাপ হয়েছে নাকি, বললাম আমি, ব্যাপারটা ঠান্ডা করার চেষ্টায়, তারপর আমরা ভেতরে ঢুকলাম, আর সে বেছে নিল কোণের একটা টেবিল — নিরিবিলি, তবে গোল নয়, ইচ্ছে করেই আয়তাকার — আর আমাকে বলল তার পাশে বসতে।

আপনি-আজ্ঞে বাদ দিই, বলল সে, মনে হয় আমরা প্রায় সমবয়সি — আমার আপত্তি নেই, তবে কাতানিয়া পৌরসভার খাতায় তোমার আসল বয়স কত লেখা আছে, সেটা আমি জিজ্ঞেস করব না, ও-কাজ অন্য টেবিলে যারা বসে আছে তাদের।

সে হো হো করে হেসে উঠল, তারপর জিজ্ঞেস করল আমি মঞ্চের অভিনেতা কি না। এক অর্থে তা-ই, বললাম আমি — তবে আমার মঞ্চ হল রাস্তা।

তুমি কী কাজ করো? জাদুকর, আবার কী — এ কেমন প্রশ্ন! হা হা হা হা হা হা।

আচ্ছা, সত্যি সত্যি কী করি বলছি: আমি পুরুষদের শেখাই কী করে নিজেকে আকর্ষণীয় আর কৌতুহল জাগানো মানুষ করে তুলতে হয়, যাতে তারা বুদ্ধিমতী নারী খুঁজে পায় — তোমার মতো — আর, কপালে থাকলে, তাদের প্রেমে ফেলতে পারে।

শুরুটা তো দারুণ — তা এই পেশার নাম কী দেবে তুমি?

আমি জোব্বা ছাড়া এক পাদ্রি, তবে গলাটা আছে।

জর্জো কথাবার্তার হাল ধরল, সদর দপ্তরের সঙ্গে যা ঠিক করে এসেছিল তা বলল, আর আমি ফাজলামি থামলাম।

সেদিন কেউ ব্যবসা বা বিক্রির কথা তোলেনি, কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝেছিলাম: একজন পুরুষ ঠিক ততটুকুই ভালো, যতটুকু ভালো সেই মা, যে তাকে গড়েছে।

ফের্দিনান্দো